দৈনিক জনকণ্ঠ

MAY 25 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাবি হলে ক্যান্টিন ডাইনিংয়ে খাবারের মান দিন দিন খারাপ হচ্ছে ॥ ফাও খাওয়ার কারণে মালিকরা বিপাকে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিন ও ডাইনিংয়ের খাবারের মান দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছে। নিম্নমানের খাবার খেয়ে ছাত্রছাত্রীরা পেটের অসুখসহ নানা রোগে ভুগছে। ক্যান্টিন মালিকদের অভিযোগ, ছাত্ররা অনেকেই বাকি ও ফাও খায়, সে কারণে ভাল খাবার দেয়া যাচ্ছে না। বাকির কারণে তিনটি হলের ক্যান্টিন দু'একবার করে বন্ধ হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইবিএ হোস্টেল, ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাস ও ইন্টারন্যাশনাল হলসহ মোট ১৮টি হল রয়েছে। প্রত্যেকটি হলেই আছে একটি করে ক্যান্টিন। মেয়েদের কোন কোন হলে রয়েছে দুই/তিনটি করে ডাইনিং ও ক্যান্টিন। এসব হলে আবার কোনটিতে মেসও রয়েছে। তবে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী ক্যান্টিন ও ডাইনিংয়ে খাওয়াদাওয়া করে।

হলগুলোতে ঘুরে দেখা গেছে, ক্যান্টিনগুলোর খাবার খুবই নিম্নমানের। এক টুকরা মাংস বা মাছ আর সাথে এক প্লেট ভাতের দাম ধরা হচ্ছে ১২ থেকে ১৪ টাকা। তবে ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের কেউ কেউ দুই-তিন ধরনের তরকারি খেয়েও দিচ্ছে মাত্র ১০ টাকা। এ নিয়ে ক্যান্টিন মালিক ও সাধারণ ছাত্রদের নানা অভিযোগ থাকলেও ভয়ে মুখ খুলে কিছু বলতে চায় না কেউ।

অধিক পরিমাণ বাকি পড়ার কারণে এফ রহমান, সলিমুল্লাহ এবং জিয়া হলের ক্যান্টিন বেশ কিছুদিন বন্ধ ছিল। এর মধ্যে জিয়া হলের ক্যান্টিন দু'বার বন্ধ হয়। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ক্যান্টিনগুলোর অবস্থাও খুব খারাপ। জসীম উদ্‌দীন, জিয়া, বঙ্গবন্ধু, জহুরুল হক হলে এখনও সেই মান্ধাতা আমলের প্লাস্টিকের প্লেট আর গ্লাস ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ছাড়া ক্যান্টিনগুলোর পরিবেশও নোংরা। ঠিক মতো পরিষ্কার করা হয় না। জসীম উদ্‌দীন হলের ক্যান্টিনের পাশে সেলুন থাকায় খাবারের সঙ্গে চুলও থাকে।

মেয়েদের হলগুলোর ডাইনিংয়ের খাবারের মান খারাপ থাকায় অধিকাংশ ছাত্রী নিজেদের রুমে হিটারে রান্না করে খায়। কিন্তু বাজার সমস্যার কারণে তারা ভাল খাবার খেতে পারে না। তাদের খাবারের তালিকায় রয়েছে ডিম, আলুভর্তা আর ডাল। এ ব্যাপারে বেশ কয়েক ছাত্রীর মন্তব্য হচ্ছে, ডাইনিংয়ের খাবারের চেয়ে আলুভর্তা আর ডাল অনেক ভাল।

নিম্নমানের খাবার খেয়ে অনেক ছাত্রছাত্রী পেটের অসুখসহ নানা রোগে ভুগছে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু হলের সুজন নামে এক ছাত্র বলে, 'সেদিন ক্যান্টিনের খাবার খাওয়ার পরপরই কয়েকবার বমি করেছি।' প্রায় হলেই এ রকম সমস্যা।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বেশ কয়েক ক্যান্টিন ম্যানেজার বলেন, আমরা সব সময়ই ছাত্রদের ভাল কিছু খাওয়াতে চাই। কিন্তু এত বাকি এবং ফাও খাওয়া হয়, কোনভাবেই তা সামলে উঠতে পারি না। তাঁরা বলেন, সব সময় যদি ২০/৩০ হাজার টাকা বাকি থাকে তাহলে আমরা ক্যান্টিন চালাব কি করে?